দামুড়হুদায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি বলেন, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিবিরোধী’ সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় দলটির তৎকালীন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হন। আহত হন পাঁচ শতাধিক। আহতদের অনেকে এখনও শরীরে গ্রেনেডের স্প্লিন্টার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

দামুড়হুদায় বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দামুড়হুদায় প্রতিবাদ সমাবেশটি দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবুর সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম,জুড়ানপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন,সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)নিজাম উদ্দিনসহ এসময় উপজেলা আ,লীগ যুবলীগ,,কৃষক লীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় ট্রাক-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২; আহত

- ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাছ বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৬ জন।

সোমবার সকালে উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ফুটবল মাঠের আলমডাঙ্গা-গাংনী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে সাজিদুর রহমান (৫৫) ও শখা মুন্নার ছেলে খাইরুল ইসলাম (৪০)।

আহতরা হলেন আজিজুল হক (৪১), জানু উদ্দিন (৪৫), দিপু (১৯), আব্দুস সামাদ (৩০), আসাদুল (৫৫), আনারুল ইসলাম (৫০)। আহত ও নিহতরা সকলেই দিনমজুরের কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে গাংনীর বানিয়া পুকুর থেকে যশোর গামী মাছ বোঝাই একটি ট্রাক হাটবোয়ালিয়া ফুটবল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকের ২জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আহত ৬ যাত্রীকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ জানান, নিহতদের মরদেহ হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে । দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ট্রাকটি জব্দ করা গেলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আহতের হারদিসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিককে অভিযান, ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

শর্তানুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান না থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালিয়ে শেফা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাযায়, মানুষ জীবন বাঁচাতে এসব ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসেন। কিন্তু শেফা ক্লিনিক তাদের লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে নিজেদের মতো ব্যবসা করছে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসক থাকার নিয়ম থাকলেও চুক্তিভিত্তিক ডাক্তারের মাধ্যমে চলছে কার্যক্রম। জরুরী বিভাগেও পাওয়া যায়নি নার্স কিংবা টেকনিশিয়ান। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযোগের সত্যতার ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিক কতৃপক্ষকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, রবিবার দুপুরে পৌর এলাকার কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিককে জরিমানা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ অফিস বার্ষিক পরিদর্শনে অতিরিক্ত ডিআইজি

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ অফিস বার্ষিক এবং হিসাব শাখা ষান্মাসিক

পরিদর্শন করেছেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি পিপিএম, অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অপারেশনস্) মোঃ হাসানুজ্জামান।

খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্) আজ সকাল দশটার সময় পুলিশ অফিস বার্ষিক এবং দুপুর দুইটার সময় হিসাব শাখা ষান্মাসিক পরিদর্শন করেন। এ সময় অতিরিক্ত ডিআইজি পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে জেলা পুলিশের একটি চৌকষ দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পুলিশ অফিসে কর্মরত সকল পুলিশ-নন পুলিশ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সকলকে মনোযোগ সহকারে নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্নসহ পেশাদারিত্বের সাথে পুলিশী সেবা প্রদানে আহব্বান জানান।

উক্ত পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, ডিআইও-১, ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সগণ।

দর্শনা সীমান্তে ৪৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ৪ কেজি ৬শ গ্রাম ওজনের ছোট-বড় ৪৬টি স্বর্ণের বারসহ আরিফুল ইসলাম (৩০) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

আজ রবিবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বেলের মাঠের পেয়ারা বাগানের মধ্যে থেকে তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারি পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের মুনজুর আলী বিশ্বাসের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম

পি এসসি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি দর্শনা নাস্তিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে সুলতানপুর ক্যাম্পের বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার ৭৮/৬-আর হতে আনুমানিক ৪শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে নাস্তিপুর গ্রামের একটি পেয়ারা বাগানে অবস্থান গ্রহন করে। এসময় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ঐ এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালে বিজিবি সশস্ত্র টহল দলের উপস্থিতি টেরপেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় সুলতানপুর ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার দুলাল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ আরিফুল ইসলামকে আটক করে। তার স্বীকারোক্তিতে দেহ তল্লাশি করে কোমরে পেঁচানো সাদা কাপড় দ্বারা তৈরিকৃত বেল্টের ভিতর থেকে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ছোট বড় ৪৬ টি স্বর্ণের বার একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। আটক এসব স্বর্ণের বারের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪ কোটি টাকা।আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নায়েক সুবেদার দুলাল হক বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন এবং সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্র রেজাউল নিহত; আহত-৫

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চারমাইল বাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত সহ নিহত হয়েছে আরও এক জন।

আজ রবিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা চার মাইল বাজারে এই সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে পার্শ্ববর্তী এলাকার সোহরাওয়ার্দী স্মরণী বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণির ছাত্র রেজাউল ইসলাম (১৫) পিতা- মোঃ রনি আহমেদ সাং- হোগলডাঙ্গা থানা- চুয়াডাঙ্গা সদর। দুই ছেলের মধ্যে দুর্ঘটনায় নিহত বড় ছেলে রেজাউল ইসলাম।নিহত রেজাউল ইসলাম প্রতিদিনের ন্যায় স্কুল থেকে বাসার উদ্দেশ্য যাচ্ছিলো কিন্তু পথের মধ্যে ঘাতক ট্রাক তাকে চাঁপা

দেন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় রেজাউল ইসলামের।

আহতদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চারজন ১। আনোয়ার হোসেন(৩৮) সাং- কোলনিপাড়া থানা- চুয়াডাঙ্গা সদর ২। সবুজ হোসেন(৩৯) সাং- ভান্ডারদহ থানা- চুয়াডাঙ্গা সদর ৩। বিল্লাল হোসেন(৪০) সাং- ঠাকুরপর থানা- চুয়াডাঙ্গা সদর ৪। আব্দুল গফুর(৫০) সাং- ডিঙ্গেদহ বাজার

চারমাইল দুর্ঘটনায় স্থলে উপস্থিত প্রতক্ষ্যদোষী খালিদ হাসান বলেন চুয়াডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা ঝিনাইদহমুখী একটি ট্রাক প্রথমে একটি ভূসি বোঝায় করা আলমসাধুতে এসে ধাক্কা দেয় তারপর আটোতে ধাক্কা মারে এবং শেষে সাইকেলে থাকা সাইকেল আরোহী নিহত রেজাউল এর উপর ধাক্কা দেয়। আমরা এলাকাবাসী সাইকেল আরোহী রেজাউল ও অনান্য আহতদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগে আনায়ন করি পরে হাসপাতালে নিয়ে এসে রেজাউল নামের ছেলেটিকে মৃত ঘোষণা করে এখানের ডাক্তার।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার খালিদ হাসান বলেন, বিকাল সাড়ে চারটার পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঁচজন রোগী আসে। পাঁচজনের মধ্যে এক জন হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মারা যান এবং বাকিদের চারজনের মধ্যে সকলের অবস্থা খারাপ আমরা আহতদের চিকিৎসার প্রদান করে করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।সরোজগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) হারুন অর রশিদ জানান, রোববার বিকালে একটি দ্রুত গতির পণ্যবাহি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো জ -১১৭৫৯৮) চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাদহের দিকে যাচ্ছিল। চার মাইল বাজারে পৌঁছে দ্রুত গতিতে ওভারটেক করতে যেয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে কয়েকটি অটো রিকশা ও পাখি ভ্যানকে ধাক্কা দিলে আরোহীরা গুরুতর আহত হন। এর পর বাইসাইকেল চালক স্কুল ছাত্র রেজাউল ইসলাম কে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক রেজাউল ইসলাম কে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ট্রাক ও চালকের সহকারীকে আটক করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। আটক – রোকন উদ্দিন (২৫) আলমডাঙ্গার শাহজাহান আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর

রহমান জানান, ঘটনার পর চালক ঘাতক ট্রাক চালক পলাতক রয়েছে। চালকের সহকারীকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান এই অফিসার ইনচার্জ।

আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে ট্রাক-আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ট্রাক-আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজিত মাঝি (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আহত ব্যাক্তিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার গোকুলখালি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজিত মাঝি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মৃত রতন মাঝির ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে সুজিত আলমসাধু যোগে মেহেরপুরে মুদি দোকানের মালামাল নিয়ে যাচ্ছিলো। পথেই গোকুলখালি বাজার প্রাঙ্গণে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। নিহত সুজিত আলমসাধু গাড়ি থেকে ছিটতে রাস্তায় পড়ে গুরুত্বর আহত হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে হাসপাতালে নিলে পথেই তিনি মারা যান।

নিহত সুজিত মাঝির মা বলেন, আমার ছেলে পেশায় আলমসাধু চালক। রবিবার সকালে এক ব্যক্তির সঙ্গে মুদি মালামাল নিয়ে মেহেরপুরে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে যাওয়ার ঘন্টা-খানেক পর শুনতে পাই, ছেলে আর বেঁচে নেই।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নুরজাহান খাতুন বলেন, পরিক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সুজিতের মাথাসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল।

হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ঘটনার পর চালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আহত অবস্থায় সুজিতকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

২১ আগস্ট উপলক্ষে দামুড়হুদায় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

২১আগস্ট গেনেড হামলায় নিহত সকল শহীদদের স্মরণে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ সভা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ চত্বরে প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু। দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলামের সণ্চালনায় এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, এসএএম জাকারিয়া আলম, আজিজুল হক আজিজ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহসভাপতি চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক মোমিন, নাটুদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ

সম্পাদক রেজাউল করিম, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, আওয়ামীলীগনেতা হাজী আমজাদ হোসেন, নুর আলম লাবলু, আবুল হাশেম, সিরাজুল ইসলাম, জোনাব আলী, শমশের আলী, ইমতিয়াজ হোসেন, ইউসুফ আলী ইছা, মোজাফফর হোসেন, কলম উদ্দীন, ইউপি সদস্য হাসান আলী, সামসুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ নেতা নিশান তরফদার, জামিরুল ইসলাম, রকিবুল হাসান, হেকমত আলী, শেখ হাফিজুর, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শাহীন মোল্লা, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় টিনের চালা কেটে চুরির মূল হোতা আরাফাত গ্রেপ্তার

টিন কেটে চুরি সিন্ডিকেটের মূল হোতা কিশোর আরাফাতকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার পৌর এলাকার কাছারি বাজার প্রাঙ্গণে এক মাদ্রাসার ভ্যানের ব্যাটারি চুরির সময় সে গণধোলাই শিকার হয়। একপর্যায়ে ওই কিশোরকে পুলিশে তুলে দেয় স্থানীয়রা।
কিশোর আরাফাত হোসেন (১৯) কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের হাসান শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন যাবৎ আবারো আলমডাঙ্গার বিভিন্ন অঞ্চলে টিনের চালা কেটে চুরির ঘটনা ঘটছে। এমন ঘটনায় অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ঘরের টিনের চালা কেটে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়নি। হঠাৎ এমন চুরির রহস্যের সৃষ্টি হয়।

ইতোপূর্বে গত ২ মাস পূর্বে টিন কেটে চুরির চোর চক্রের মূল হোতা আরাফাত দামুড়হুদা থানার এক উপ-পরিদর্শক (এসআই)র বাড়ি থেকে বাগানের লিচু বিক্রির টাকা চুরি করে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। তারপর থেকেই আলমডাঙ্গায় টিন কেটে চুরির তৎপরতা কমলেও কিশোর আরাফাতের মা পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন।

চোর চক্রের মূল হোতা আরাফাতের তথ্য মতে, গত কয়েক মাস যাবৎ কুষ্টিয়া পোড়াদহ স্টেশন থাকা শুরু করে আরাফাত। ওখানেই বিভিন্ন অঞ্চলের কিশোরদের যোগসাজশে আরো বড় চোর চক্রের সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। সন্ধ্যার ট্রেনে আলমডাঙ্গা আসে চোরচক্রের সদস্যরা। দীর্ঘ সময় স্টেশনের অদূরে সিগনালের নিকট অবস্থান করে। রাত হলেই বেরিয়ে পড়ে চুরি করতে। রাত-ভোর চুরি করে আবারো মাঝ রাত কিংবা সকালের গোয়ালন্দ ট্রেন যোগে পোড়াদহ স্টেশনে পৌছাই তারা।

গতকাল শনিবার সকালে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কাছারি বাজার প্রাঙ্গণের দারুস সুন্নাহ নুরানি মাদ্রাসা থেকে তিনটি পাখি ভ্যানের ব্যাটারি চুরি করে। ব্যাটারি তিনটি নিয়ে যাবার সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোর্পদ করে। এলাকাবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে আরাফাতের সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে চুরি আইনে মামলা করেছে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর কোর্ট বার্ষিক পরিদর্শনে অতিরিক্ত ডিআইজি

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সদর কোর্ট বার্ষিক পরিদর্শন করেছেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি পিপিএম অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অপারেশনস) মোঃ হাসানুজ্জামান। গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় জেলা পুলিশের সদর কোর্ট বার্ষিক পরিদর্শন করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে কোর্টে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শকসহ উপস্থিত অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের কর্মপরিবেশ, হাজতখানা, মালখানা, আবাসন, লজিস্টিক, কল্যাণের পাশাপাশি নিজেদের উপর অর্পিত সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং কোর্টের রেজিস্টার সমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সকলকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা, পুলিশ পরিদর্শক সদর কোর্ট মোঃ মারুফ হোসেন

চুয়াডাঙ্গাসহ পুলিশ কোর্টের অফিসার ও ফোর্সগণ।